তিনি বিশেষ ভোজনপটু ছিলেন; নানাবিধ মিষ্টান্নাদি সংগ্রহ করাইয়া আত্মীয় স্বজন সঙ্গে পরিতোষ সহকারে সেবন করিতেন। রন্ধনাদি ব্যাপারে তাঁহার পত্নী সিদ্ধহস্তা ছিলেন। এক সময়ে কথাপ্রসঙ্গে আমি কখনও পূর্ব্ববঙ্গ-প্রচলিত গোকুল পিঠা প্রভৃতি আস্বাদন করি নাই শুনিয়া পত্নী দ্বারা গোকুল পিঠা পাটীসাপ্‌টা প্রভৃতি নানা পিষ্টক মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করাইয়া আমাকে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করাইয়াছিলেন।

ললিতস্মৃতি

(অধ্যাপক শ্রীপুলিনবিহারী কর, এম,-এ)

সে আজ আঠারো বৎসরের কথা, অধ্যক্ষ গিরিশবাবুর ভবনে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তাঁহার নাম, অধ্যাপনার সুখ্যাতি বহু পূর্ব্ব হইতেই আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিকট শুনিয়াছিলাম। আমার দাদা রিপণ কলেজে তাঁহার নিকট পড়িয়াছিলেন। প্রথম আলাপেই সেই কথা বলায় তিনি তৎকাল হইতেই আমার প্রতি আকৃষ্ট ও স্নেহপরবশ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং আমারও মনে তাঁহার প্রতি ভক্তির ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর একত্রে কর্ম্মসূত্রে সুদীর্ঘ আঠারো বৎসর কাল কাটিয়াছে। ইহার ফলে তাঁহারও আমার প্রতি স্নেহ যেমন উত্তরোত্তর বাড়িয়াছে, আমারও তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রীতি তদনুপাতেই বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আজ মানসনেত্রে তাঁহার অন্তর্বাহির সকলি দেখিতেছি ; কিন্তু তাহা চিত্রিত করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে তাঁহার জীবনের ভিতর বাহির সকলই দেখিয়াছি। তাহাতে মনে হয় যে, তাঁহার মত মহাপুরুষ অতি বিরল। সংসারের অনেক ঝঞ্ঝাবাত তাঁহার জীবনের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি স্থাণুর ন্যায় অটল। উপর্য্যুপরি পুত্রশোক, কন্যাশোক, পত্নীশোক তাঁহাকে বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে ; কিন্তু তিনি জীবনের কর্ত্তব্যকে সুদৃঢ় ভাবে আলিঙ্গন করিয়া অচল অটল ছিলেন। 'প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুর পর ভাবিয়াছিলাম যে, তিনি শোকে মুহ্যমান হইয়া হয়ত দ্বিতীয় 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' লিখিয়া ফেলিবেন ; কিন্তু সেই দুর্ঘটনার পর যে দিন তাঁহাকে প্রথম দেখিলাম তাঁহার আকার, ইঙ্গিত বা ব্যবহারে কোনও বৈলক্ষন্য বোধ হইল না ; সেই সদা-হাস্যময় প্রশান্ত আনন, সেই সরল বাক্যালাপ, সেই হাসির 'ফোয়ারা' ছুটিয়া চলিয়াছে। এখন তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে মনে হয় যে, তাঁহার তীব্রশোক অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বহিতেছিল, কেবল বাহিরে কাজকর্ম্ম ও হাস্যপরিহাস দ্বারা আপনাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পত্নীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে একটী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটী কবিতা আমায় আনিয়া দেখাইয়াছিলেন ও তাহার ভাবার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। (তিনি আমাকে বাঙ্গলা কবিতার একজন সমঝ্‌দার পাঠক মনে করিতেন ও যখন তিনি 'বঙ্গবাসী কলেজ ম্যাগাজিনের' সম্পাদক ছিলেন তখন ছাপিবার পূর্ব্বে সকল কবিতাই আমাকে দেখাইতেন ও একটু-আধটু পরিবর্ত্তন করিতে বলিতেন)। প্রিয়াবিয়োগবিধুর কোনও প্রেমিক প্রিয়তমার অকাল মৃত্যুতে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তাঁহার হৃদয়ের গভীর শোক ব্যক্ত করিতেছেন, ইহাই কবিতাটীর ভাবার্থ। এই কবিতাটী পড়িয়াই

বুঝিয়াছিলাম যে, পত্নীশোক তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ গুরুতর আঘাত করিয়াছে। আর একদিন (মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বেই) তিনি বলিয়াছিলেন যে জোতিষশাস্ত্র যদি সত্য হয় তবে সম্বৎসরের ভিতরই তাঁহার মৃত্যু হইবে। হয়ত শীঘ্রই সকল শোকের ব্যথা জুড়াইতে পারিবেন, এই আশায় তিনি শোকে মুহ্যমান হয়েন নাই।

তাঁহার বিষয় এত কথা মনে পড়িতেছে যে, কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টী বলিব তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা সকলেই জানেন। তৎসম্বন্ধে আমার নূতন করিয়া কোনও কথা বলিবার আবশ্যক করে না। যদি কোনও দুরূহ উদ্ধৃত বাক্য (Quotation) বা কোনও তত্ত্বের বিষয় অনেক অনুসন্ধান করিয়াও বাহির না করিতে পারিতাম তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবা মাত্রই তিনি বলিতেন, 'অমুক বইটা আনান, বোধ হয় তাহাতেই আছে পড়িয়াছি।' আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রায়ই তাঁহার অনুমান অভ্রান্ত এবং দুরূহ জটীল বিষয়টীর মীমাংসা হইয়া যাইত। ইহাতেই বুঝিয়াছি যে, তাঁহার পাণ্ডিত্যের গভীরতা কত! কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যের অভিমান কিছুমাত্র ছিল না। তিনি কাহারও নিকট নিজের বিদ্যাবত্তা জাহির করিতে চাহিতেন না। প্রসঙ্গক্রমে কোনও কথা উঠিলে তিনি তাহা সরলভাবে তৎসম্বন্ধে বড় বড় লেখকের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। কাহারও উপর কোনও পুস্তক বিশেষ পড়াইবার ভার পড়িলে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তৎসম্বন্ধে যাবতীয় পুস্তক নিজ গৃহ হইতে আনিয়া তাঁহাকে দিতেন। তিনি সকল বিষয়েই আমাদের মুখপাত্র ছিলেন। বয়সে অনেক পার্থক্য থাকিলেও তিনি সকলের সঙ্গেই বেশ মেশামেশি করিতে পারিতেন ও সকলকেই আপনার করিতে পারিতেন। তাঁহারই যত্নে ও চেষ্টায় আমাদের College Union স্থাপিত হইয়াছে।

আমি নিজে তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। স্বয়ং বাঙ্গালা কবিতা লিখিতে পারিতেন না বলিয়া তাঁহার বড়ই দুঃখ ছিল। আমি বাঙ্গালা কবিতা লিখিতে পারি বলিয়া অনেক সময় আমার দ্বারা তিনি অনেক ইংরাজী কবিতা বাংলায় অনুবাদ করাইয়া লইতেন এবং আমাকে অনেক বিষয়ে কবিতা লিখিতে বলিতেন। যখন Tennyson's Selections পড়াই, তিনিই আমাকে বলিয়াছিলেন যে, বাংলা ভাষায় A Dream of Fair Women-এর ছায়া অবলম্বনে যদি একটী কবিতা লিখিতে পারেন তবে বেশ হয়, বাংলায় ও রকম কবিতা নাই। পরে তিনি আমায় 'ভারতীয় বিদূষী,' প্যারী-চাঁদ মিত্রের 'প্রাচীন মহিলা' প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ পড়িতে দেন। তাহার ফলে আমি 'স্বপ্নে সুন্দরী সন্দর্শন' নামক কবিতাটী লিখিয়া তাঁহাকে দেখাই। ইহাতে তাঁহার কি আনন্দ! তিনি উহা ১৯১৬ খৃঃঅব্দের বঙ্গবাসী কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত করেন। তৎপরে আমি Ulysses এর অনুকরণে 'বিজয়সিংহ' ও Sir Galahad এর অনুকরণে শঙ্করাচার্য্য, প্রভৃতি অনেকগুলি কবিতা আমাদের কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত করি। তাঁহার একটী উপদেশ আমি এখনও পালন করিতে পারি নাই। আমাকে যখনই কোনও বিষয়ে লিখিতে বলিতেন, আমি কবিতায় লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইতাম। ইহাতে তিনি আমাকে গদ্য লিখিতে উপদেশ দেন। আমি কিন্তু এযাবৎ কখন তাঁহার আদেশ পালন করিতে পারি নাই। আজ এই গদ্য প্রবন্ধ লিখিতে আমাকে একটু কষ্ট করিতে হইতেছে এবং ভাষারও যে অনেক ত্রুটী হইতেছে তাহার কারণ আমি গদ্য লিখিতে আদৌ অভ্যস্ত নহি। তাঁহার জীবিতকালে তাঁহাকে আমার গদ্য রচনা দেখাইতে পারি নাই। আজ তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার সেই আদেশ পালন করিলাম, ইহাকে অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কি বলিব?

তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন এবং সংসারের অনেক কথা বলিতেন ও পরামর্শও লইতেন। আমার সাংসারিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। নিজে তিনি শিশুর মত সরল ছিলেন; সে-কারণ বৈষয়িক তত্ত্বের জটিলতার ভিতর প্রবেশ করিতে ভাল বাসিতেন না।

কেদার-বদরী যাত্রার সঙ্কল্প করিয়াই তিনি আমাকে বলেন। আমি তাঁহাকে আমাদের হাবড়া-নিবাসী বীরেশ-বাবুর পুস্তকখানি পড়িতে দিই। তিনি পুস্তকখানি পড়িয়া বীরেশ-বাবুর সহিত সাক্ষাৎ আলাপ করিতে চাহেন এবং আমারই মধ্যবর্ত্তিতায় তাঁহাদের পরস্পর আলাপ হয়। এই তুচ্ছ ব্যাপারটীর জন্য তিনি তাঁহার ধারাবাহিকরূপে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত ৺ "কেদারবদরী" প্রবন্ধে আমারপ্রতি যেরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমি বিশেষ লজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট অনুযোগ করিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে কেবল সেই প্রশান্ত হাসি।

বাহ্যিক ধর্ম্মের আড়ম্বর না থাকিলেও তিনি যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন এবং হিন্দুধর্ম্মে তাহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল। তাঁহার কষ্টলব্ধ যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশই তীর্থভ্রমণে ব্যয়িত হইয়াছে। আন্তরিক বিশ্বাস না থাকিলে কে এই কষ্টসাধ্য ৺কেদারবদরী দর্শন করিতে যায়? শুনিয়াছি, চতুর্ভুজ নারায়ণ দর্শন করিলে আর জন্ম হয় না। তিনি জীবনে লোককে হাসাইয়াছেন, কিন্তু আত্মজমৃত্যুতে ও পত্নীশোকে নিজে অন্তরে অন্তরে বহুদিন কাঁদিয়াছেন। প্রার্থনা করি, তাঁহার অমর আত্মা যেন নারায়ণের পদপ্রান্তে স্থান পায়; আর যেন তাঁহাকে ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিতে না হয়।

আজ আঠারো বৎসর ধরিয়া তাঁহার সহিত এ জীবনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তজ্জন্য তাঁহার কথা বলিতে গিয়া নিজের

অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। সহৃদয় পাঠক তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

একবার তাঁহার ব্যাকরণ-বিভীষিকা সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল; তাহাতে আমি বলিলাম যে, বইখানি প্রত্যেক ছাত্রেরই ভাল করিয়া পড়া উচিত। তাহাতে তিনি বলিলেন, তবে বইখানির আদর হইতেছে না কেন? উত্তরে বলিলাম, আপনি যে বিভীষিকাপূর্ণ নামকরণ করিয়াছেন তাহাতে ছাত্রেরা দূর হইতে নাম শুনিয়াই ভয়ে পলায়; নামটা বদলাইয়া দিউন। তিনি হাসিলেন।

তাঁহার বাঙ্গালা রচনা সম্বন্ধে অতঃপর বাঙ্গালা সাহিত্যে কৃতবিদ্য লেখকগণ সমালোচনা করিবেন। আমি আর অনধিকার চর্চ্চা করিব না। তিনি Lambএর লেখার বড় ভক্ত ছিলেন এবং আমার মনে হয় যে, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় Lamb এর লেখার ধারা আনিয়াছেন। Lamb's Essays of Elia অধ্যাপনা-কালে আমি ছাত্রদিগকে এই তুলনাই বরাবর দিয়া আসিয়াছি। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি, অফুরন্ত রসধারা, মনুষ্য-চরিত্রের সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ, সম্পূর্ণ বিভিন্নবস্তুর সৌসাদৃশ্যদর্শন ও নৈকট্য স্থাপন তাঁহার লেখার প্রতি ছত্রে ছত্রে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

কর্ত্তব্যপরায়ণতা, তেজস্বীতা ও স্পষ্টবাদিতা তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্ট গুণ ছিল। এই স্পষ্টবাদিতার জন্য সময়ে সময়ে তিনি কাঁহারও কাহারও নিকট অপ্রিয় হইয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, এই স্পষ্টবাদিতা প্রথমে অপ্রিয় হইলেও তাঁহার কোমল সহৃদয়তারই পরিচায়ক মাত্র।

তাঁহার অফুরন্ত অনাবিল হাস্যরসে আমাদের কলেজের বিশ্রামাগার সর্ব্বদা প্লাবিত থাকিত। তাঁহার তিরোধানে আজ আমাদের আনন্দের উৎস শুষ্ক হইয়াছে।

কি ছাত্রজীবনে, কি কর্ম্মজীবনে, কি সামাজিক জীবনে, কি সাংসারিক জীবনে তিনি সকলেরই আদর্শস্থানীয়। চিরদিন তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়াছি, এখনও তাঁহার স্মৃতিমাত্র সম্বল করিয়া যেন জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারি, এই প্রার্থনা করি। আর ভগবান তাঁহার শোক-সন্তপ্ত আত্মাকে শান্তিদান করুন, এইমাত্র প্রার্থনা করি।

তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ

(শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক, বঙ্গবাসী কলেজ স্কুল)

কাঙ্গাল-শরণ তুমি হে মহান্,
মহাদুঃখে কাঁদে কাঙ্গালের প্রাণ।

ভবিষ্যৎ যাদের অনুদর, সম্মুখে চাহিয়া যাদের তৃপ্তি পাইবার কিছুই নাই, বাধ্য হইয়া তাহারা অপলকনেত্রে অতীতের দিকে চাহিয়া থাকে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন বঙ্গবাসী কলেজে প্রবেশ করিলাম অচেনা সকল অধ্যাপক ও ছাত্রগণের মধ্যে তখন কে জানে কেমন করিয়া ৺আচার্য্য ললিতকুমার আমাকে অনেকটা ভালবাসিয়া ফেলিলেন। তখন মনে হইত, সত্য সত্যই বুঝি তিনি আমাদের পিতা। তাহা না হইলে এমন অনাবিল একটানা ভালবাসা কি অন্যে সম্ভব! প্রথম যেদিন পাঠ আরম্ভ হইল সেদিন প্রথম ঘণ্টায় আসিলেন ললিতবাবু। একটা